গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৪

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

গত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। পল্লী উন্নয়নে নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকায়ন উন্নয়নে এ বিভাগ সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে। এ লক্ষ্যে সারাদেশে সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সমবায় গোচারণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। ''একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প '' এর মাধ্যমে প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে; গত তিন বছরে উপকারভোগীদের সঞ্চয় এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বোনাসের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৯২.৪৮ কোটি এবং ৭০৮.৯৫ কোটি টাকায়। এসব অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনলাইন ব্যাংকিং প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের চর জনগোষ্ঠির উন্নয়নে মোট ১৩,৫৯০টি গবাদিপশু বিতরণ, ৫৫১৯টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, ১৩৬৫১টি বসতভিটা উঁচুকরণ, ৫৮৩৬টি টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম নির্মাণ এবং ৩৫৬১৭টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায় বাজার চালু করা হয়েছে। এছাড়া, গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন, মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়নের জন্য টেকসই লিংক মডেল চালু করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণার ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ ও বায়োটেকনোলজি, গবাদিপশু উন্নয়ন ও গবেষণা, পল্লী পাঠশালা, নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পল্লী এলাকায় নবায়নযোগ্য শক্তি বিস্তারে ৩৯,৬০০টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সুফলভোগীরা ক্ষুধামুক্ত হলেও সুদের হার, কিস্তি পরিশোধের কঠিনশর্ত ও বাধ্যবাধকতার কারণে কাঙ্খিতমাত্রায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতি দরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেণির একটি বড় অংশ এখনও দারিদ্র্যমুক্তি কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক জীবিকায়নে নিয়োজিত করা একটি দুরূহ কাজ। উন্নয়ন বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বিতরণ হয় যেখানে কেন্দ্রীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা একটি বড় সমস্যা।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,সমবায় সমিতির অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন এবং ই-সেবা চালু করা। পশ্চাৎপদ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি। গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ও ফলাফল সম্প্রসারণ। উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ (Market Linkage) সৃষ্টি এবং পণ্যের সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন। দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

- ৯০০০টি সমবায় সমিতি এবং ৬৫২০ টি অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করা হবে;
- ২,৩৬,০০০ জনকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ;
- ১০,৪১,০০০ জন মহিলাকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হবে;
- উপকারভোগীদের ব্যক্তি সঞ্চয় মোট ৫০০.৭৫ কোটি টাকা।